দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৪০

বিসিএস প্রশ্নপত্রে ভুল

নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে প্রার্থীদের ভুলের বহর নিয়ে রঙ্গ-রসিকতার কথা আমরা জানি। এসব ভুল উপলক্ষ করে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর মান নিয়েও মাঝে মধ্যেই কটাক্ষ করা হয়ে থাকে। বিষয়টা বলতে গেলে এমন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে যে ইদানীং এ নিয়ে খুব একটা কথা বলতে কিংবা রসালো খবর তৈরি করায় কারও উৎসাহ দেখা যায় না। সদ্য শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসা তরুণেরা ভুল করবে এবং উদ্ভট ভুলও করতে পারে, এমনটা যেন আমরা মেনেই নিয়েছি। এ নিয়ে হা-হুতাশ তাই আর শোনা যায় না।

মন্দের ভাল, মানতেই হবে। একই বিষয় নিয়ে কচকচানি কত আর সহ্য হয়। এই একঘেয়েমি কাটানোর জন্যেই কিনা জানি না সরকারী চাকরি কমিশনের পরীক্ষক বা প্রশ্নকর্তারা একটা বিপরীত অবস্থার অবতারণা ঘটিয়েছেন। এখন আলোচ্য বিষয় আর পরীক্ষার্থীর ভুল নয়, পরীক্ষক বা প্রশ্নকর্তার ভুল এখন সামনে আসতে শুরু করেছে। এ নিয়ে পত্রিকায় খবর বেরুচ্ছে। জনমত কলামে চিঠি লিখে সবার নজর আকৃষ্ট করা হচ্ছে।

সরকারী চাকরি কমিশনের পরীক্ষা কোন হেলাফেলার বিষয় নয়। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মত কোন ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত থাকার বা প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব পান না। নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বেরাই কেবল গুরুত্বপূর্ণ এ কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন। তাদের কাজে ভুল ধরতে যাওয়াও ধৃষ্টতা বলে গণ্য হতে পারে। তবু প্রশ্নপত্রগুলো দেখার সুযোগ যারা পেয়েছেন তারা সাহস করে ভুলগুলো চিহ্নিত না করেও পারছেন না, সম্ভবত নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই। টিক মারা প্রশ্নে ভুল থাকলে উত্তর দিতে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। এই ভুলের জের কাকে টানতে হবে, এ অবশ্যই এক গুরুতর প্রশ্ন। কমিশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়টি ফয়সালা করা প্রয়োজন।

একই সঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, একটি প্রশ্নপত্রের তিনটি প্রশ্নই ভুল হবে, অতটা অসাবধানতা প্রশ্রয় পায় কি করে। এর থেকে কেউ যদি পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাই-এর আগে পরীক্ষকদের যোগ্যতা যাচাই করাকে বেশী জরুরী গণ্য করতে চান, কি বলে পার পাওয়া যাবে সেও এক বিবেচ্য। বিসিএসের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এ ধরনের ভুলকে আমরা অপরাধ গণ্য করার পক্ষপাতী। কেননা, এতে জাতীয় গুরুতত্বের অধিকারী অপরিহার্য এক সংস্থার উপর আস্থায় চির ধরতে বাধ্য। বিষয়টি নিয়ে তাই তদন্ত এবং এর পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।